মেহেরপুর প্রবেশদ্বার গেটলক কার্যক্রম শুরু

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর পৌর এলাকার প্রবেশদ্বার গুলোতে গেটলক করার ঘোষণা দেয়ার পরপরই গেটলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

পৌরমেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন উপস্থিত থেকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের ব্র্যাক অফিসের কাছে গেটলক কার্যক্রম সূচনা হয়। প্রত্যেকটি প্রবেশ দ্বারের কাছে পৌরসভার কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে সহযোগিতা করছেন।

চিকিৎসা দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষজনকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে। এছাড়া কৃষি ও কৃষি পণ্য ব্যবহারের জন্য যানবাহন চলাচল করবে। অন্য কোনো যানবাহন কিংবা বাইরের মানুষ মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

মেহেরপুর পৌর এলাকা লকডাউন

মেহেরপুর পৌর এলাকা লকডাউন ঘোষনা করেছে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন। করোনা ভাইরাসের সংক্রামন ছড়িয়ে পড়ার আশংখায় মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় তিনি লকডাউন ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন জানান,মেহেরপুর শহরে বাইরের যে কেউ প্রবেশ কিংবা শহরের কেউ বাইরে যেতে না পারে এবং শহরের করেনা ভাইরাসের সংক্রামন ছড়িয়ে পড়ার আশংখায় এ লকডাউন ঘোষনা করা হয়। খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বাইরে বের না হতে আহবান জানানো হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মেহেরপুর শহরে বিনা প্রয়োজনে রিকশা,ভ্যান,প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল,স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান সহ যারাই ঘরের বাইরে আসবে প্রশ্নের

সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা ও দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা কঠোর ভাবে নির্ণয় করা হবে।

দর্শনা রেলবাজারে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেন এবং অন্যান্য সকলকে সতর্কীকরণ বার্তা দেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ।

অভিযানের সময় আল্লাহর দান গার্মেন্টস এর মালিক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩৫) কে দোকানের ভিতরে কাস্টমার ঢুকিয়ে দোকানের সাটার নামিয়ে বেচাকেনা করার কারনে প্রথম বারের মত সাবধান করতে ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

সেই সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ দর্শনার কাঁচাবাজারের ও মুদি দোকানদেরকে সচেতন হয়ে এবং দূরত্ব বজায় রেখে বেচাকেনা করার কথা বলেন এবং বাজারে বাজার করতে আসা সকল ক্রেতাগণকেও সচেতন হতে পরামর্শ দেন এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহিরে বের হতে নিষেধ করেন।

কুষ্টিয়ায় মদের দোকান

সিলগালা, ৬ জনের দণ্ড

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রদত্ত সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মদের দোকান খোলা রাখায় দোকানটিকে সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ৩ জনের ৪৫ দিন এবং গণজামায়েত করে দোকানের সামনে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

গতকাল সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান এ রায় প্রদান করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার দরবেশপুরর গ্রামের বিশ্বনাথ বিশ্বাস (৪০), শেরকান্দি গ্রামের প্রনব কুমার ঘোষ (৪৫), অশোক কুমার
(৫৭) ও কার্তিক (২২), নন্দনালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল গ্রামের আরিফ
(৪৮) এবং পুরাতন চড়াইকোল গ্রামের আব্দুর রহমান (৪৫)।

রাজিবুল ইসলাম খান জানান, দোকানটির লাইসেন্স আছে। সরকারি আদেশ না মানায় সাময়িকভাবে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মদ ব্যবসায়ে জড়িত ৩ জনকে ৪৫ দিন এবং গণজমায়েত করে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম এর মাধ্যেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকালে দারিয়াপুর খেলার মাঠে ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে দুইটি হাটে প্রথম বক্স সিস্টেম চালু করা হয়।

মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রযন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা সংক্রামণ রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

করোনা প্রতিরোধে কোমরপুর গ্রামের যুবসমাজ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে গ্রামের প্রতিটি প্রবেশ পথে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে

হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব উসমান গনি এবং মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব মোঃ আমাম হোসেন মিলু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সভাপতি ময়নদ্দিন ময়না, তরুণ ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসাইন সবুর, তরুণ সমাজ সেবক মফিজুর রহমান।

তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন-রিপন,আসিফ,লিমন,সূর্য,শাহিন,আকাশ,অনিক,ইব্রাহিম,অন্তর, সাদিক,শিপলু,রোহান,শাওন,আকাশ,রাজন,নুরইসলাম,তূর্য,হাসান,স্বপন,আ বে,কালাম ,মোমিন,শুভ,সাজু, অন্তর প্রমুখ।

গাংনীতে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা

করোনা ভাইরাস এর প্রাদূর্ভাবের কারণে কর্মহীন পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে প্রয়াত সচিন্দ্র নাথ বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যদের উদ্যোগে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রায় ২শ’২০ জন মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্ম’র কর্মহীন পরিবারের মধ্যে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন উপস্থিত থেকে এ খাদ্য সহায়থা প্রদান করেন।

এ সময় তিনি প্রয়াত সচীন্দ্র নাথ পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দেশের এই ক্রান্তী লগ্নে এই পরিবার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধ্যমত সকল কর্মহীন পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন এটাকে দেখে সমাজের অন্যান্য বিত্তবান মানুষ এগিয়ে আসবেন।

এ সময় তিনি উপস্থিত সকলকেই সচেতনভাবে চলা ফেরা করার জন্য পরামর্শ দেন।

খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রয়াত সচীন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সহ ধর্মিনী রেখা রানী বিশ্বাস, সন্তান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাসসহ পরিবারের সকলে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে খাদ্য সংকটে বাস শ্রমিকরা

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গত ২৬ মার্চ থেকে দেশের সকল গণপরিবহন বন্ধ করা হয়েছে। পরিবহন বন্ধ করার কারণে অধিকাংশ শ্রমিকরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভুক্ত দিন কাটাচ্ছেন। পরিবহন বন্ধের ১২ দিন অতিবাহিত হলেও এখনো কোন শ্রমিক সরকারি ত্রাণ পাননি।
জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় সাড়ে ৩ হাজার বাস শ্রমিক রয়েছেন। এদের মধ্যে আড়াই হাজার শ্রমিক দিন এনে দিনে খাওয়ার মত। তাদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

বাস শ্রমিক মমিন জানান, তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। সব কিছু বন্ধ থাকায় খুব অর্থ কষ্টে ভুগছি। ফলে পরিবারের সদস্যদের খাবার যোগার করার কঠিন হয়ে পড়ছে।

অভিন্ন ভাষায় একই কষ্টের কথা জানান শ্রমিক ফিরোজ, পিনু, এরশাদ, মন্টুসহ অনেকে।

এ বিষয়ে কথা বলেন জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান। তিনি জানান, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষ যেন অভুক্ত না থাকে সরকার তার কারণে জেলায় প্রায় ৬০০ মেট্রিক টন চাল এবং প্রায় ১২ লাখ টাকা নগদ অনুদান দিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। জেলায় অটো চালক ও মালিকদের সরকারি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। যেগুলো জেনে ভাল লেগেছে। একই সাথে আমাদের শ্রমিকরাও যাতে এ ত্রান পেতে

পারে তার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো জানান, পরিস্থিতি সাময়িক মোকাবেলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৩শ শ্রমিকের মাঝে কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি।
জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল জানান, এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আজ রাতে শ্রমিকদের সাথে জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে মালিক ও শ্রমিক নেতারা মিলে একটি করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

বড় সংগঠনের দোহায় দিয়ে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, তারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে সড়কে টাকা তুলে থাকেন। তাদের মালিক পক্ষও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। সেখান থেকেও তারা সাহায্য পেতে পারেন। তারপরও মালিকপক্ষ থেকে আমাদের জানালে আমরা বিষয়টি বিবেচনায় নেব।

তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১০ টার দিকে জানা গেছে, ৫০০ শ্রমিকের জন্য ১৫ কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

মেহেরপুরে কর্মহীন চা দোকানীরা পাচ্ছে না ত্রাণ

মেহেরপুরে অনেক চা দোকানদার সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে এখনো বঞ্চিত রয়েছে। চা বিক্রি করে তাদের সংসার চললেও করোনা পরিস্থিতিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। সরকারি নির্দেশনা মেনে চা দোকান বন্ধ রাখলেও ত্রাণ সুবিধা পাওয়ার তালিকায় তাদের নাম নেই।

মেহেরপুরে এ পর্যন্ত তালিকা ধরে ৪ হাজার ৫’শ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সদরে ২ হাজার, মুজিবনগরে হাজার ও গাংনীতে ১ হাজার ৫’শ।

এছাড়াও সদর উপজেলার রাজস্ব তহবিল থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১১’শ ৫০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা

হয়। সেই সাথে ১ হাজার ৫’শ অটো চালকদের মাঝে ৩০ কেজি করে চাউল বিতরণ করা হয়।

পর্যায়ক্রমে আরও দরিদ্র পরিবারের তালিকা করে তাদের ত্রাণ সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানানো হয় জেলা প্রশাসন থেকে।

তবে যাদের সংসার চলে চায়ের কাপে এমন অনেক পরিবার এখনো পাইনি সরকারি কোন বরাদ্ধ। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় না করে তালিকা তৈরির ফলে এমন অবস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ অনেকের।

এছাড়াও একই পরিবারে একাধিক ও জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয়সজনদের ভিড়ে তালিকায় নাম উঠাতে পারছে না হত দরিদ্র চা দোকানদাররা। উপায় না পেয়ে প্রাসনের নজর এড়িয়ে নির্দেশনা অমান্য করে কেউ কেউ দোকান খুলে বসছে। স্বাস্থ্য ঝুকি থাকা সত্বেও মানছে না সামাজিক দূরত্ব।

এদিকে করোনা মোকাবেলায় জনসচেতনতা তৈরি ও সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে প্রশাসনের চলমান অভিযানে প্রায় অর্ধশত চায়ের কেটলি জব্দ করেছে সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়ার বাবু, ইমাদুল, বজলু, কালু জানান, আমাদের সংসার চলে চা বেচেঁ। করোনা মোকাবেলায় আমাদের চায়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগীতা করা হচ্ছে না।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের মৃত আজিজুরের ছেলে মেজবার আলী, মৃত গোলাম কবীর এর ছেলে ফিরোজ আলী, মুকলেচ, টগর আলী এছাড়াও হত দরিদ্র সাইকেল মিস্ত্রি কামাল ও সোহেল এখনো পাইনি সরকারি কোন সহায়তা।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের সুমন, মিজার, শহিদুল, মুরাদ ত্রাণ পাওয়ার দাবিদার হলেও তালিকায় নাম নেই। তাদের অভিযোগ আমাদের গ্রামে অনেক চায়ের দোকানদারই পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা কিন্তু আমরা পাইনি। তালিকায় পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গ্রামে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ চায়ের দোকানদার এখনো ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বরদের কাছে গেলেও তারা কানে নিচ্ছে না বলে অভিযোগ অনেকের।

জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় প্রাথমিক প্রথম ধাপে আমরা ৪ হাজার ৫’শ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছি। এখনো যারা পাইনি

তাদেরকে দেওয়া হবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা খাদ্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এছাড়াও চেয়ারম্যান-মেম্বর এবং উপজেলা নির্বহী অফিসারের কাছে সরাসরি কল করলেও তাদের বাড়িতে খাদ্য পৌঁছে যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন মানুষের মাঝে গণমাধ্যম কর্মীর খাবার বিতরণ

‘করোনা যুদ্ধ করবো জয়, বাড়ির বাইরে আর নয়’ স্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১২’শ কর্মহীন মানুষের বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়েছেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক হাশেম রেজা।

সোমবার দুপুরে দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি।

হাশেম রেজা বলেন, বাংলাদেশ প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পরই আমি নিজ এলাকায় ফিরে আসি। সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে লিফলেট, মাস্ক বিতরণ করি। মাইকিং করে করোনা সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে গ্রামে গ্রামে।

এরই ধারাবাহিকতায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণে উদ্যোগ নিই।